কাশ্মীর সমস্যা
ও
জওহরলাল নেহেরু

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

নিত্যরঞ্জন দাস

কাশ্মীর সমস্যা

ও

জওহরলাল নেহেরু

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

নিত্যরঞ্জন দাস

ভূমিকা

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর অদূরদর্শিতা ও দেশদ্রোহিতার ফলে কিভাবে কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তা আজ সর্বজনবিদিত। নেহেরুর প্রশ্রয়পুষ্ট শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরকে ভারত ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়-যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ। শ্রীনগরের কারাগারে তাঁর আত্মাহুতির ফলে শেখ আবদুল্লার অভিসন্ধি বাস্তবায়িত হতে পারে নি বটে কিন্তু পাক-অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চল আজও ভারতের অঙ্গীভূত হয় নি কাজেই কাশ্মীর সমস্যার নিরসন ভবিষ্যতের গর্ভে।

মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকার হিন্দু ঐতিহ্যের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। এই গ্রন্থের লেখক নিত্যরঞ্জন দাস মহাশয় কাশ্মীরের সেই হিন্দু অতীতের পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন। কাশ্মীরে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে। প্রায় পাঁচশ বছর পরে ১৮১৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিং কাশ্মীর দখল করে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটান। কাশ্মীর উপত্যকার ধর্মান্তরিত মুসলিম অধিবাসীরা সমবেত ভাবে তদানীন্তন হিন্দু রাজার কাছে আবেদন জানিয়েছিল হিন্দু সমাজে ফিরে আসার জন্য। সেই শুভ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে নি—বারাণসীর নির্বোধ পুরোহিত মণ্ডলীর দ্বারা সেই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে। আজ থেকে দেড়শ বছর আগেকার ঘটনা।

পুস্তকের 'প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়ে মহারাজ রণজিৎ সিং-এর আমল থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত প্রসারিত কালখণ্ডে সংঘটিত কাশ্মীর-সংক্রান্ত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। ভারতের দেশপ্রেমিক নাগরিক মাত্রেরই এই অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৫ সালে United Nations General Assembly- তে মধ্যপ্রাচ্যে নবোত্থিত Islamic State সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "Islamic State is a cancer of human civilization" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Islamic State-কে উৎখাত করার জন্য বদ্ধপরিকর। কাশ্মীরের মুসলিম শাসকেরা হিন্দু জনসাধারণের উপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে পাঁচ শত বৎসর ব্যাপী

কালখণ্ডে তা Islamic State-এর বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয়। কাশ্মীরের মুসলিম সমাজ বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দু পূর্বজদের বংশধর। ২০১৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে বঙ্গাব্দ ১৪২১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ভারতের শাসনক্ষমতা থেকে হিন্দু-বিরোধী রাজশক্তি অপসারিত হয়ে হিন্দুসমাজের অনুকূল রাজশক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা নির্দেশিত ব্যাপক পরাবর্তনের মাধ্যমে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্যুত জনগণকে পুনরায় হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত করার শুভ লগ্ন সমাগত। এই তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে পাঠক কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অনুপ্রেরণা লাভ করবেন নিঃসন্দেহে।

অলমতিবিস্তরেণ
অমিতাভ ঘোষ
সেভ ইন্ডিয়া মিশন

কাশ্মীর সমস্যা ও জওহরলাল নেহেরু

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

কাশ্মীর

কথিত আছে মহর্ষি কাশ্যপ মুনির নামে ভারতবর্ষের এই ভূ-খণ্ডের নামকরণ হয় কাশ্মীর। ভারতমাতার মস্তকে শোভিত রত্নখচিত মুকুটের বৈদূর্যমণি হল এই কাশ্মীর।

জম্মু-কাশ্মীরের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল জগমোহন একটি নিবন্ধে কাশ্মীরের এই পরম্পরা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন।

ভারতবর্ষ কি শুধুমাত্র কতিপয় রাজ্য ও অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি ভূ-খণ্ডমাত্র? না—তা নয়। এই বিশাল ভারতবর্ষের একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সত্ত্বা রয়েছে; যা হাজার বছর ধরে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তার নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা নিয়ে আজও হিমাদ্রির ন্যায় বর্তমান। কাশ্মীর সহ সমগ্র ভারত ভূ-খণ্ড এই ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। (And all parts of the country, including Kashmir, are a part of this continuity).

কোন শক্তির প্রেরণায় আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্বে সু-উচ্চ শংকরাচার্য পাহাড়ে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কেন কাশ্মীর অধিপতি সম্রাট ললিতাদিত্য (৭২১-৭৬১ খ্রী:) মার্তণ্ড সূর্যমন্দির নির্মাণ করেছিলেন? হাজার হাজার বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা প্রাতে শয্যা ত্যাগ করে হাত জোড় করে প্রার্থনা করতেন ঃ নমস্তে সারদা দেবী কাশ্মীর মণ্ডল বাসিনী (I salute the goddess of Sarada who resides in Kashmir)

কেন আজও পিতা-মাতারা সন্তানদের বলেন, উত্তর কাশ্মীরের উপত্যকা কিষাণ গঙ্গায় যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অবস্থান করেন তার আশীর্বাদ প্রার্থনা কর। কেন আচার্য শংকর সুদূর কেরালা হতে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বসেই তাঁর বিখ্যাত কাব্য "সৌন্দর্য্য লহরী" (Soundarya Lahari) — শিব ও শক্তির উদ্দেশ্যে রচিত) রচনা করেছিলেন?

কোন ঐশী শক্তির প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী ও তারপর কাশ্মীরের অমরনাথ মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন? কেন ভারতবর্ষের সাধু-সন্ন্যাসী কবি দার্শনিকদের নিকট কাশ্মীর এক চিরস্থায়ী আকর্ষণ ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্র কেন মহাকবি

কালিদাসের নিকট হিমালয় পর্বতকে দেবাদিদেব মহাদেবের হাসিতে উদ্‌ভাসিত মনে হয়েছিল ? কেন সুব্রমনিয়াম ভারতী কাশ্মীরকে বলেছিলেন ভারতমাতার মুকুট (Crown of Mother India)

এই সকল প্রশ্নের মাত্র একটিই উত্তর—হাজার হাজার বৎসর ধরে কাশ্মীর ভারতবর্ষের এক অবিবেচ্ছদ্য অঙ্গ। (The answer to all these questions is one and only one. Kashmir, for thousands of year, has been a part of the Indian vision—a silent and serene, an integral and inseparable part) আমরা যদি এখনও এই অর্ন্তদৃষ্টি লাভ না করি—তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আত্মহননকারী ভাবাদর্শের বিস্তৃতি শুধু কাশ্মীরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—তা গ্রাস করবে বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও অন্যান্য ভূ-খণ্ডকে। তারপর ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা (.... unless such a vision is attained, separatist and self-destructive idea would continue to be floated not only in relation to Jammu and Kashmir but also in relation to many other territories and regions of the Union, and then, Balkanisation of India would only be a matter of time....

–VALLEY OF QUESTION
History says Kashmir Belongs to India
By JAGMOHAN
The Statesman

একাদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ সমগ্র উঃ ভারতে তা হয় প্রসারিত। কিন্তু ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ নৃপতিদের শাসনাধীন।

১৩০১ খ্রী: সুহদেব (Suhadev) কাশ্মীরের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শাহমেরা অথবা শাহমীর (Shahmir) নামে জনৈক উচ্চাভিলাষী মুসলিম যুবক ১৩১৩ খ্রী: কাশ্মীরে আসে। রাজার মৃত্যু হলে আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে ধূর্ত শাহমীর রাজদরবারে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ১৩৩৯ খ্রী: সামস্‌-উদ-দীন-শাহ উপাধি নিয়ে তিনি আরোহন করেন কাশ্মীরের সিংহাসনে। ১৩৪২ খ্রী: তাঁর মৃত্যু হলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুতুবুদ্দিন সিংহাসনে আরোহন করেন। তার মৃত্যু হলে সিকন্দর হন কাশ্মীরের সুলতান। কাশ্মীরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সিকন্দরের শাসনকাল এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁর রাজত্বকালে ভারতের অন্যান্য মুসলিম রাজ্য থেকে দলে দলে মুসলমান কাশ্মীরে এসে বসবাস শুরু করে। ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট পৌত্তলিকতা বিরোধী জেহাদী মনোভাবকে তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের নেতা ছিলেন মেরা দেশের জনৈক মুহম্মদ। রাজ্যে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চে। সুলতান একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁকে অনুসরণ করতেন।

সুলতান মুসলমানদের দান করতেন অকাতরে। ভূষিত করতেন বিবিধ রাজকীয় সম্মানে। সেই আকর্ষণে মুসলমানরা জলস্রোতের ন্যায় প্রবেশ করে কাশ্মীরে। পতঙ্গ যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করে শস্যক্ষেত্রে। তারা সুলতানের মিত্রতা লাভ করে। অধিকার করে সকল উচ্চ রাজপদ।

সিকান্দর, মুহম্মদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছিলেন; এবং বাস্তবে তা যথাযথভাবে রূপায়ন করতে কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখান নি। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক জন রাজা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সুলতানের জেহাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ সুলতান শাসকের কর্তব্য ভুলে গেলেন। দিবারাত্র মূর্তি ভাঙ্গার আনন্দে মগ্ন থাকতেন....মাতর্ন্ডদেব, ভীষ্ম, ঈশান, চকভিরিট ও ত্রিপুরেশ্বরের মূর্তি তিনি ভেঙ্গেছেন। এমন কোন নগর, শহর, গ্রাম বা অরণ্য ছিল না—যেখানে তিনি হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করেন নি। (The king forgot his kingly duties and look a delight day and night in breaking images...He broke the images of Martanda, Vishya, Isana, Chakrabhrit and Tripuresvara...There was no city, no town, no village, no wood where Suha Turuskka left the temples of gods unbroken)[1]।

সুলতান সিকন্দরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার এক নিখুঁত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। প্রবীণ মুসলিম ঐতিহাসিক ফরিস্তা সুলতানের হিন্দু বিরোধী জেহাদী মনোভাবকে মহৎ কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ সুলতান এক আদেশে মুসলমান ব্যতীত অন্য সকলের কাশ্মীরে বসবাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়—কপালে তিলক আঁকা ও সহমরণ। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত সকল দেব-মূর্তি ভেঙ্গে তা দিয়ে মুদ্রা তৈরীর ব্যবস্থা হয়। অনেক ব্রাহ্মণ স্বদেশ ও স্বধর্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা মৃত্যু বরণ শ্রেয় মনে করেন। অনেকে দেশ ত্যাগ করেন। মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাধ্য হয়ে গ্রহন করেন ইসলামে ধর্ম।*

এইভাবে কাশ্মীর ব্রাহ্মণ শূন্য হলে সিকন্দর সকল দেব-মন্দির ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেন। (....Many of the Brahmins, rather than abandon their religion or their country, poisoned themselves, some emigrated from their native homes, while a few escaped the evil of banishment by becoming Muhammedan. After the emigration of the Brahmins, Sikander ordered all the temples in Kashmir to be thrown down)[2]।

---

* ভারতের যে কোটি কোটি হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে—এই হল তার গোপন রহস্য। হয় ইসলামের উদ্যত তরবারি অথবা দুর্বিষহ প্রতিকূল পরিবেশ।

1. R.C. Majumder—The History and Culture of the Indian People (The Delhi Sultanate) p. 375.
2. *Ibid.*, p. 379.

এই অসাধারণ কাজের জন্য সুলতানকে বাটশিখান (Butsikhan-Destroyer of idols) উপাধি দেওয়া হয়। ফরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় সুলতান স্বয়ং উপস্থিত থেকে একটি মন্দির ভাঙ্গার তদারকি করেন। যতক্ষণ মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে তার ভিত পর্যন্ত খনন করা হয় ততক্ষণ সুলতান স্থান ত্যাগ করেন নি। (...in one case we are told that Sikander, who was present personally, did not desist till the building was entirely razed to the ground and its foundation dug up)[1]

ইসলামে ধর্মান্তরিত মন্ত্রী সুহাভট্টর হিন্দু-পীড়ন কাহিনী ঐতিহাসিক জনরাজার বিবরণে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। তিনি হিন্দুদের উপর জরিমানা ধার্য করতেন, অথবা কঠোর শাস্তি দিতেন। নিষিদ্ধ করেন যাগ-যজ্ঞ ও ধর্মীয় শোভাযাত্রা। পাছে ব্রাহ্মণরা শাস্তি এড়াতে দেশত্যাগ করে ধর্ম রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তাই পাসপোর্ট ব্যতীত দেশত্যাগ নিষিদ্ধ হয়; যাতে ধীবর যেমন ক্রীড়াচ্ছলে জালে বদ্ধ মৎস্যকে পীড়ন করে, তেমনি সুহাভট্টও ব্রাহ্মণদের ওপর পীড়ণ করতে পারে। (He imposed a fine or inflicted punishment on the Brahmins and forbade religious sacrifices and processions. Lest the Brahmins leave the country to avoid the oppression and maintain their caste, orders were issued that no one might leave Kashmir without a passport, so that Suhabhatta might torment the Brahmins as a fisherman torments the fish after putting them in a net in river)[2] লক্ষণীয় যে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহন করার সাথে সাথেই তার মনোজগতে ঘটে আমূল পরিবর্তন। অতীত হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ত্রিনিদাদ নাগরিক নোবেলজয়ী স্বনামধন্য V.S. Naipal বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"উৎস বিচারে ইসলাম একটি আরব ধর্ম, যে মুসলমান আরব নয় সে ধর্মান্তরিত। ইসলাম ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা বিবেকের বিষয় নয়। সার্বভৌম সম্রাটের ন্যায় সে দাবি করে সর্বস্ব। পরিবর্তিত হয় বিশ্ব সম্মন্ধে ধর্মান্তরিতের দৃষ্টিভঙ্গি। তার পূণ্য তীর্থস্থানসমূহ আরবে; আরবি তার দেব (পবিত্র) ভাষা। পরিবর্তিত হয় তার ঐতিহাসিক ধ্যান-ধারণা। নিজস্ব সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সে আরবীয় কাহিনীর অংশ বিশেষে পরিণত হয়। নিজের বলতে যা কিছু বোঝায় তাঁর থেকে তাকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড বিক্ষোভ-আলোড়নের; সহস্র বৎসরেও যার সমাধান না হতে পারে। তারা কে, কি তাদের পরিচয় এ সম্বন্ধ তারা রচনা করে উদ্ভট কল্প-কাহিনী। ধর্মান্তরিত দেশগুলিতে ইসলামের মধ্যে দেখা দেয় স্নায়ুরোগ জাত অবিশ্বাস ও সব কিছু ধ্বংস করার এক কঠিন সংকল্প। (যেন তপ্ত কটাহের উপর স্থাপিত) এই সকল দেশে সহজেই ঘটানো যায়

1. *Ibid.*, p. 379.
2. *Ibid.*, p. 380.

বিস্ফোরণ।" (Islam in its origin an Arab religion. Every one not an Arab who is a Muslim is a convert. Islam is not simply a matter of conscience or private belief. It makes imperial demands. A convert's world alters. His holy places are in Arab lands; his sacred language is Arabic. His idea of history alters. He rejects his own; he becomes whether he likes it or not a part of the Arab story. The convert has to turn away from everything that is his. The disturbance for societies is immense and even after a thousand years can remain unresolved. People develop fantasies about who and what they are; and in the Islam of converted counties there is an element of neurosis and nihilism. These can be easily set an boil)[1]

কিন্তু এত কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেও সুহাভট্টের মনোবাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। কাশ্মীরের হিন্দুরা সিদ্ধান্ত নেয় সুহাভট্টের অত্যাচার অপেক্ষা দেশান্তর অথবা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। তাই অনেকে দুর্গম পথে দেশত্যাগ করে। অবশিষ্টদের মধ্যে কেহ বা মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করে, অন্যরা বিষপান করে, জলে ডুবে, গলায় দড়ি অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এ বিষয়ে সুহাভট্টের স্বীকারোক্তি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে নয়—ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই* তিনি সব কিছু করেছেন (...It is interesting to note that Suhabhatta maintained that all these he did out of his regard for Islamic faith, and not out of any malice towards the Brahmanas)[2]

ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিনের রচনায়ও হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের সমর্থন পাওয়া যায়। স্বৈরাচারী প্রধান ওয়াজির নব নব পদ্ধতিতে হিন্দুর উপর উৎপীড়ণ চালান; ফলে অধিকাংশ হিন্দু দেশত্যাগ করেন এবং অনেকে করেন আত্মহত্যা (According to Niam-ud-din, he perpetrated various kinds of oppression and tyranny on the people, with the result that most of the Hindus left the country and some killed themselves)। মুসলিম শাসনে কাশ্মীর হিন্দুশূন্য হয়েছিল। কাশ্মীর আজও হিন্দু শূন্য।

---

* IS ও অন্যান্য ইসলামি জেহাদী গোষ্ঠী যে হাজার হাজার মানুষকে পৈশাচিক উল্লাসে নৃশংস ভাবে হত্যা করছে তাও ইসলামের প্রেরণায় ও ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত:ই। এই শ্রদ্ধার গূঢ় রহস্য V.S. Naipaul- এর বিশ্লেষণে সম্যক পরিস্ফুট হয়েছে।

1. V.S. Naipaul—Beyond Belief (Prologue)
2. *Ibid.*, p. 380.

প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ

দিল্লীতে মোগল শক্তির পতন হলে কাশ্মীরে মোগল শাসন দুর্বল হয়। এই সুযোগে ১৭৫২ খ্রিঃ আহম্মদ শাহ্ আবদালি দখল করে কাশ্মীর। পরবর্তী প্রায় ৬০ বৎসর কাশ্মীর ছিল পাঠানের অধিকারে। ১৮১৯ খ্রিঃ মহারাজ রণজিৎ সিং কাশ্মীর অধিকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডোগরা বংশীয় রাজপুত রণজিৎ দেও ছিলেন জম্মুর শাসক। ১৭৮০ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হলে সিংহাসনের দাবি নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে মহারাজা রণজিৎ সিং জম্মু ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করেন। রণজিৎ দেওর তিন প্রপৌত্র যোগদান করে মহারাজার সেনাবাহিনীতে। তাঁদের আনুগত্য, সাহস, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় রণজিৎ সিং মুগ্ধ। তিনি তিনভ্রাতাকেই "রাজা" উপাধি প্রদান করে জম্মুর তিন অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করেন।

গুলাব সিং — জম্মু

ধ্যান সিং — ভিম্বার (ভিম্‌বার), চিবল ও পুঞ্চ

সুচেত সিং— রামনগর

১৮৩৯ সালে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হলে অখিল শিখ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চিরতরে ধূলিসাৎ হয়। ইংরেজ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শতদ্রু নদীর উপকূলে সীমান্তবর্তী দুর্গগুলিতে ইংরেজ সেনা মোতায়েন করলে শিখ নেতারা শঙ্কিত হয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়গ সিং সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বৎসরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে অপর পুত্র শের সিং সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রণজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিং অধিষ্ঠিত হন সিংহাসনে। রানীমাতা ঝিন্দল নিযুক্ত হন অভিভাবিকা। এই সময় লাল সিং ও তেজ সিংহের নেতৃত্বে "খালসাবাহিনী" খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ছিলেন শিখ রাজ্যের সর্বময় কর্তা। তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতায় শিখ সর্দার ও জনগণের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল অসন্তোষ। ইংরেজ শিবিরে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নতুন সৈন্য আমদানি করে সেনা নিবাসের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ইংরেজের অভিসন্ধি ব্যর্থ করতে ১৮৪৫ খ্রিঃ শিখরা ইংরেজদের আক্রমণ করে। প্রবল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও বিশ্বাসঘাতকতার দরুন তারা পরাজিত হয়। বিজয়ী ইংরেজ সেনা শতদ্রু অতিক্রম করে লাহোর অধিকার করলে শিখরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

গুলাব সিং উভয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করেন। মীমাংসার শর্ত স্বরূপ ইংরেজ এক কোটি মুদ্রা ও পাঞ্জাবের এক বিরাট ভূ-খণ্ড দাবি করে। লাহোর (শিখ রাজ্যের

রাজধানী) দরবারের কোষাগার শূন্য। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়া শিখদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। বিনিময়ে তাঁরা জম্মু-কাশ্মীর ও বিয়াস থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত সকল অঞ্চল ইংরেজকে হস্তান্তর করতে চায়। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। কারণ প্রধানত সামরিক ও রাজনৈতিক। এই বিশাল অঞ্চলের উপর প্রভূত্ব বজায় রাখতে হলে যে সমর শক্তির প্রয়োজন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তা ছিল না। কাশ্মীর উপত্যকা বাদ দিলে অবশিষ্ট অঞ্চল অনুর্বর ও অনুৎপাদক। সর্বোপরি গুলাব সিং উত্তরাধিকার সূত্রে উল্লিখিত অঞ্চলের একজন প্রধান দাবিদার। অবশেষে গুলাব সিং ইংরেজের দাবি পূরণে সম্মত হন। শর্ত হল তাকে জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীন নৃপতিরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে।

অমৃতসর চুক্তির (১৮৪৬ খ্রীঃ) শর্ত অনুযায়ী ছাম্ব (ছাম্‌ব), কুলু প্রভৃতি অঞ্চল বাদ দিয়ে গুলাব সিং জম্মু-কাশ্মীরের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। বিনিময়ে তিনি স্বীকার করে নেন ইংরেজের প্রাধান্য (supremacy)। ১৮৫২ খ্রিঃ officer on special duty' র পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন ইংরেজকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়। ১৮৫৭ খ্রিঃ গুলাব সিংহের তিরোভাবে তাঁর পুত্র রাজ সিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৫ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হলে সিংহাসনে আরোহণ করেন পুত্র রণবীর সিং। তাই সময় থেকে officer on special duty'র নতুন নামকরণ হয় Resident in Kashmir।

লেঃ জেনারেল মহারাজা শ্রীহরি সিং ১৯২৫ খ্রিঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর, কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। দক্ষিণে জম্মু, মাঝখানে কাশ্মীর উপত্যকা, উত্তরে গিলগিট এবং কাশ্মীর ও তিব্বতের মাঝখানে লাদাখ। কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, জম্মুতে হিন্দু ও লাদাখে বৌদ্ধ। মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ১৯৩২ খ্রিঃ স্থাপিত হয় জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম সম্মেলন। (সম্ভবত পণ্ডিত নেহেরুর পরামর্শে) সংগঠনের নতুন নামকরণ হয় National Conference বা জাতীয় সম্মেলন। ১৯৩৮ খ্রিঃ ২৮শে জুন শেখ আবদুল্লা মহারাজা হরি সিংহের বিরুদ্ধে "কাশ্মীর ছাড়" (Quit Kashmir) আন্দোলনের ডাক দেন। এজন্য শেখ সাহেবকে কারারুদ্ধ করা হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর আসন্ন বুঝে শেখ আবদুল্লা ১৯৪৬ খ্রিঃ নবোদ্যমে "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের সমর্থক ছিল শুধু কাশ্মীর উত্যকার মুসলমান। জম্মু ও লাদাখের জনগণ এই আন্দোলনে যোগ দেন নি। কাশ্মীর নরেশ মহারাজা হরি সিংহের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ছিল। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক। শেখ সাহেবের আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক প্রধান সমর্থক। তাঁর দৃষ্টিতে এ হল স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন। শুধু নৈতিক সমর্থন নয়—"কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি একবার কারাবরণও

করেন। এই ঘটনা মহারাজার প্রতি নেহেরুর বিরূপতার অন্যতম কারণ—যা পরবর্তী কালে কাশ্মীরের ভারত ভুক্তিতে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করে। কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে উপত্যকার মুসলিম জনতার আন্দোলনকে নেহেরু সমর্থন করেছেন; কিন্তু হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণের আন্দোলনে তিনি ছিলেন নীরব দর্শক।*

মহারাজার সঙ্গে শেখ আবদুল্লার বিরোধের মূল কারণটি সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বুঝতে পেরেছিলেন। I.B.'র Dy. Director Mr. Mullick-কে তিনি বলেনঃ মহারাজার প্রতি শেখ সাহেবের বিরোধিতাকে যেন শাসকের প্রতি শাসিতের বিরোধিতা বলে গণ্য করা না হয়। তিনি ডোগরা সম্প্রদায়ের বিরোধী। শেখ আবদুল্লার বিচারে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতি ও ডোগরা অভিন্ন। অর্থাৎ কার্যত তিনি হিন্দু-বিরোধী। (... his antipathy to the Maharaja was not really an antipathy to a ruler as such but to the Dogras he identified the rest of the majority Community in India (The Telegraph - Dt. 23.03.91 quoted from "Kashmir : Behind the Vale" by M.J. Akbar).

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চূড়ান্ত আলোচনার জন্য ক্যাবিনেট মিশন দিল্লী আসে ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ। ২৫শে মে প্রকাশিত ক্যাবিনেট মিশনের সার্কুলারে বলা হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন বলে গণ্য করা হবে। ৪৭ সালের ২৫ শে জুলাই গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশীয় নৃপতিমণ্ডলীর সভায় (Chamber of Princes) বলেন, যদিও আইনের দৃষ্টিতে তাঁরা স্বাধীন, তবু ভৌগোলিক সংলগ্নতা, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় বিচার করে তাঁদের ভারত অথবা পাকিস্তান যে কোন একটি দেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। Instrument of Accession-এ বলা হয় এ বিষয়ে শাসকের অধিকার ও বিবেচনা চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত। সুতরাং ইহা পরিষ্কার যে British Paramountcy'র (ব্রিটিশ সরকারের

---

* নেহেরুর হিন্দু-বিদ্বেষ ও মুসলিম প্রীতি প্রবাদপ্রতীম। জম্মু-লাদাখের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-বৌদ্ধ জনগনের উপর কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যালঘু মুসলমানেরা যাতে স্থায়ী ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে—তার জন্য এম. এল. এ--এম. পি'দের সংখ্যা এইভাবে নির্ধারিত হয়েছে —

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী

	আয়তন	ভোটার	এম. এল. এ	এম. পি
জম্মু	২৬,০০০ ব. কিমি	২৮,৯২,২৯০	৩৭	২
কাশ্মীর উপত্যকা	১৫,০০০ ব. কিমি	২৫,৪৬,৯১৩	৪৬	৩

লাদাখের জন্য বরাদ্দ মাত্র একটি এম. এল. এ'র আসন।

আ.বা. পত্রিকা—১৪.৮.২০০৮/The Times of India - 14.8.2008

সর্বোচ্চ ক্ষমতা) অবসানে দেশীয় রাজ্যসমূহ তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরে পাবে। যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়েছে—দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। (.... The dicision on whether to accede or not and to which dominion were in the exclusive right and discretion of the ruler....Thus it would be seen that on the withdrawal of Paramountcy, the princely states were to become independent and the communal basis of division of British India was not to apply ipso-facto to the states)[1]

কিন্তু মহারাজা হরি সিংহের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহন মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ভারতে যোগদান মুসলমানের মনঃপুত হবে না। পাকিস্তানে যোগদানের যে কোন সম্ভাবনা জম্মু-লাদাখের হিন্দু-বৌদ্ধরা বাধা দেবে। কাশ্মীরের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বাস্তবোচিত নয়। উভয় সঙ্কটে মহারাজা ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে stand still (স্থিতাবস্থা) চুক্তির প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান এ প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। জিন্নার একান্ত সচিব মহারাজ হরি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানান "তিনি স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতি। কোন রাষ্ট্রে যোগদানের ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। এ ব্যাপারে শেখ আবদুল্লা, জাতীয় সম্মেলন অথবা কারও সঙ্গে তাঁর আলোচনারও প্রয়োজন নেই।* প্রয়োজন নেই রাজ্যের প্রজাদের হাতে ক্ষমতা র্অপণের (Delegate) অথবা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের; এবং তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে যে, তিনি যদি পাকিস্তানে যোগদান করেন তবে তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ অথবা ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হরণ করা হবে না। ("His highness was told that he was an independent sovereign, that he alone had the power to give accession, that he need consult nobody, that he should not care for the National Conference or Sheikh Abdulla...that he need not delegate any of his powers to the people of the state and that Pakistan would not touch a hair of his head or take away an iota of his power" if he acceded to Pakistan).[2]

এ যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অচিরেই তা প্রমাণিত হয়। ১৫-ই আগস্টের পূর্বে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রামকৃষ্ণ কাক। মহারাজ তাঁর স্থলে মেজর জেনারেল জনক সিংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মহারাজা প্রস্তাবিত standstill চুক্তিতে পাকিস্তান স্বাক্ষর করে, বিরত থাকে ভারত। পাকিস্তানে যোগদানে বাদ্য করতে জিন্না ৪৫০ মাইল বিস্তৃত পাক-কাশ্মীর সীমান্ত বরাবর সশস্ত্র হামলা শুরু করে। ট্রাক ধর্মঘটের অজুহাতে বন্ধ করে

---

* জিন্নার একান্ত সচিবের এই অভিমত আইন ও Instruent of Accession-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

1. A.S. Anand (Formerly Chief Justice of India)—The Statesman, Dt. 2.3.2002.
2. A.S. Anand-Former Chief Justice of India - quoted from "Accession of Kashmir to India]'—M.C. Mahajan. The Statesman, Dt. 2.3.2002.

দেয় খাদ্যশস্য, পেট্রোল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ। ২৫-শে আগস্ট (১৯৪৭ খ্রিঃ) Dawn পত্রিকায় লেখা হল ঃ কাশ্মীর-নরেশকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে যে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে পাকিস্তানে যোগদান করতে হবে। আর তা না করার পরিণাম হবে ভয়াবহ। (The time has come to tell the Maharaja of Kashmir that he must make his choice and choose Pakistan. Should Kashmir fail to join Pakistan the gravest possible trouble would inevitably ensue.)[1]

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ একান্ত বিশ্বাসভাজনদের সঙ্গে লাহোরে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। আলোচ্য বিষয়—কাশ্মীর অভিযান। প্রধানত দুটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। কর্নেল আকবর খাঁ প্রস্তাব করেন যে, অস্ত্র ও অর্থসরবরাহ করে কাশ্মীরের মুসলমানদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করতে হবে। পরিকল্পনাটি সময় সাপেক্ষ। সঠিক ভাবে রূপায়িত হলে খুব শীঘ্রই ৪০/৫০ হাজার মুসলমান শ্রীনগর অবরোধ করে পাকিস্তানে যোগ দিতে মহারাজাকে বাধ্য করবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্থাপক উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। পাঠান উপজাতিরা দুর্দান্ত ও হিংস প্রকৃতির দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে তাদের খ্যাতি আছে। তাদের শ্রীনগর পাঠালে মহারাজার পরাজয় ও কাশ্মীরের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি দ্রুততর হবে। (The second alternative was even more intriguing. Its' sponsor was the Chief Minister of the Frontier province, and it involved the most troublesome and feared population on the sub-continent, the Pathan tribesmen of the N.W. Frontier. ...Sending those dangerous hordes to Srinagar had considerable appeal. It would force the swift fall of the Maharaja and the annexation of his state to Pakistan).[2]

প্রস্তাবটি আকর্ষণীয় বিবেচিত হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। লিয়াকত আলি সকলকে সতর্ক করে বলেন, কাশ্মীর সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে।

তিনদিন পরে দেওয়াল ঘেরা পেশোয়ার শহরের একটি পুরানো বাড়িতে পাঠান উপজাতি সর্দারদের এক গোপন জমায়েত। আবেগপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছেন মেজর খুরশীদ আনোয়ার। তিনি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, কাশ্মীরের কাফের হিন্দু মহারাজ ভারতে যোগদানে প্রস্তুত। যদি এখনই কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয়—তবে ভারত কাশ্মীর দখল করে নেবে। মুসলিম ভাইদের বাস করতে হবে হিন্দুর অধীনে। সর্দারদের প্রতি তার আহ্বান : উপজাতি ভাইদের সংগ্রহ করে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হন। They must assemble their tribal levies to begin a Holy War for their brothers in Kashmir.)[3] এই ধর্মযুদ্ধের আহবান কয়েক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেল প্রতি মহল্লায়—ঘরে ঘরে।

1. A.S. Anand (Formerly Chief Justice of India)—The Statesman, Dt. 2.3.2002.
2. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight. p. 348-349
3. *Ibid.*. p. 349

Lt. Gen. Sir Frank Messervy ও Lt. Gen. Sir Rob Lockhurt যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের সেনাধ্যক্ষ। জিন্নার কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনায় পাক সেনাধ্যক্ষের সমর্থন নেই। পাক সরকার তাঁর অগোচরে কাশ্মীর অভিযান সম্পন্ন করতে চান। অস্ত্র কেনার দায়িত্ব দিয়ে তাকে পাঠানো হয় লন্ডনে। কিন্তু করাচী ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে অন্য সূত্র হতে তিনি এ সম্বন্ধে অবহিত হন। Sir George Cunningham উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর। টেলিফোনে তিনি জেনারেল Messervyকে জানান ঃ মনে হয় কোন অঘটন ঘটতে চলেছে। কয়েকদিন ধরেই ট্রাক ভর্তি উপজাতীয়রা শহরের (পেশোয়ার) রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠে তাদের আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি। তুমি কি নিশ্চিত যে সরকার কাশ্মীর আক্রমণের বিরোধী? কানিংহাম জিজ্ঞাসা করেন মেসারভিকে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আমাকে বলেছেন, তিনিও বিরোধী। জানান লেঃ জেঃ মেসারভি। (... "that something strange is going on here", Cunningham told Messervy. "For days, he said, "trucks crowded with tribesmen chanting "Allah-O-Akbar" had been pouring through Peshawar".... "Are you absolutely certain" he asked Messervy, that the government is still opposed to a tribal invasion of Kashmir"?...

I can assure you, I am opposed to any such idea. Messervy told his colleague, 'and the Prime Minister has personally given me his assurance he is too.')[1]

পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহারাজা হরিসিং সন্দিহান। মীরপুর সেকটরে ৮-ই অক্টোবর আজাদ কাশ্মীর ব্যাটালিয়ন আক্রমণ করে। সীমান্ত জুড়ে শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদারি। মহারাজ উদ্বিগ্ন। ক্ষুদ্র তাঁর সেনাবাহিনী—অর্ধেকই মুসলমান। লেঃ কর্নেল নারায়ণ সিং মুজাফ্‌ফরাবাদ সেনানিবাসের commanding officer মহারাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলিম সৈন্যদের ওপর তাঁর আস্থা আছে কিনা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি বলেন ঃ ডোগরাদের অপেক্ষা বেশী। (... Lt. Colonel Narain Singh had been asked by the Maharajah whether he could rely on the loyalty of the Muslim half of his battalion. He unhesitatingly answered "more than of the Dogras")[2]

২২শে অক্টোবর, নিশুতি রাত। ছল্ ছল্ কল্ কল্ শব্দে বয়ে চলেছে ঝিলাম নদী। এক পারে কাশ্মীর, অপর পারে পাকিস্তান। যোগাযোগের জন্য রয়েছে একটি সেতু। ওপারে অন্ধকারে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরানো মডেলের স্টেশন ওয়াগন। পেছনে ট্রাকের সারি, কয়েকশ হবে। মুসলিম লীগ গ্রীন সার্টের সরাব হায়াৎ খাঁন স্টেশন ওয়াগনে অধৈর্য প্রতীক্ষায়। তাঁর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ সেতুর অপর পারে; কখন দেখা

1. *Ibid.* p. 350
2. V. P.Menon - The Story of the Integration of the Indian States p. 378

যাবে আলোর সঙ্কেত। ঐ সঙ্কেত তাকে জানাবে, যে হরি সিংহের সেনাবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে; হত্য করেছে হিন্দু সেনা অফিসারদের, বিচ্ছিন্ন করেছে রাজধানী শ্রীনগরের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ এবং সেতুর অপর পারে প্রহরীরা বন্দী। সহসা সে দেখল ঘন তমসার বুক চিরে আকাশে অর্ধ বৃত্তাকারে আলোর বিচ্ছুরণ। সরাব খান গানি চালিয়ে সেতু পার হল। শুরু হল প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ। (Eyes fixed to that bridge, he watched for the flare which would tell him that the Muslim troops of Hari Singh's army on the other side had mutinied, killed their Hindu officers, cut the telephone line to Srinagar and seized the guards at their end of the bridge Suddenly he saw its roseate tail cut an arc against the black night sky. Sarab Khan started his station wagn and lurched accross the bridge. The war for Kashmir had begun.)[1] এই দৃষ্টান্তমূলক চমকপ্রদ ঘটনাটি V.P. Menon- এর বর্ণনায়ঃ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর। ....মুজাফ্‌ফরাবাদের মুসলিম ও ডোগরাদের নিয়ে গঠিত কাশ্মীরি সেনা ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ছিলেন, লেঃ কর্ণেল নারায়ণ সিং। মুসলিম সৈন্যরা কমান্ডার ও তাঁর এ্যাডজুটান্টকে হত্যা করে অস্ত্র-শস্ত্র সহ যোগদান করে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। অগ্রবর্তী বাহিনী রূপে তারা হানাদার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়। (The all out invasion of Kashmir started on 22nd October, 1947...The State battalion, consisting of Muslims and Dogras stationed at Muzaffarabad, was commanded by Lt. Colonel Narain Singh. All the Muslims in the battalion deserted, shot the commanding officer and his adjutant;* joined the raiders and acted as advance guard to the raiders column.)[2]

---

* দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বিভক্ত হয় ভারত। ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতেই সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত হয়। (on 15th Aug. when the country was partitioned the Indian Army, the Royal Navy and Royal Indian Air Force were sumarily partitioned mainly on a religious basis between the two dominions. (V.P. Menon—The Stoy of the Integration of the Indian States, p. 379).

ইসলামের বিধান—মুসলমান কখনও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না। মহম্মদ আলি একথা একাধিকবার সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। ভারত বিভাগ প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোন মুসলিম রাষ্ট্র যদি ভারত আক্রমণ করে—ভারতের সৈন্যবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণকারীর পক্ষে যোগদান করবে। মহারাজা হরি সিংহের মুসলিম সৈন্যরা এই ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই পাকবাহিনীর পক্ষে যোগ দিয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

হানাদার বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন জেনারেল তারিক নামে জনৈক সেনানী। এটি অবশ্যই তাঁর ছদ্মনাম।

---

1. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight, p. 351.
2. V.P. Menon—The Story of the Integration of the Indian States, p. 378.

সরাব হায়াত খাঁন উল্লসিত। কাশ্মীর পাকিস্তানের। শ্রীনগর আর মাত্র ১৩৫ মা'ঃ, রাজধানী অরক্ষিত। ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই তাঁরা পৌঁছে যাবে শ্রীনগর...সহসা ভেঙ্গে যায় তাঁর সুখস্বপ্ন। সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। সৈন্য নেই একজনও। তারা গেছে মুজাফ্‌ফরবাদের হিন্দু বাজার লুঠ করতে। বেপরোয়া সরাব খাঁন। অফিসারদের নিয়ে ছুটল বাজারে। পাঠানদের হাতে ধরে বলছে, কি করছ তোমরা? আমাদের শ্রীনগর পৌঁছতে হবে। ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে রত পাঠানদের কানে সে কথা পৌঁছায় না....।

কাশ্মীর আক্রমণের সংবাদ ভারত সরকার পায় প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পরে। পাক সেনাধ্যক্ষ লে. জে. মেসারভি লন্ডনে। তাঁর স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন মে. জে. Doglus Gracy, ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার বিকেল পাঁচটার কয়েক মিনিট পূর্বে Gracy গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারেন যে উপজাতীয় বাহিনী ২২শে অক্টোবর কাশ্মীর আক্রমন করেছে। তিনি হটলাইনে সে সংবাদ তৎক্ষণাত জানিয়ে দেন ভারতের সেনা প্রধান Lt. Gen. Sir Rob, Lockhurt- কে, সেনাপতি যথারীতি সে বার্তা পৌঁছে দেন গভর্ণন জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও ফিল্ড মার্শাল অচিন লেকের কাছে।

ঐদিনই মহারাজা হরিসিং ভারত সরকারের নিকট অবিলম্বে সৈন্য সাহায্য চেয়ে SOS পাঠান। ২৫শে অক্টোবর সকালে মন্ত্রিসভার Defence Committe-র সভায় মহারাজার আবেদন বিবেচিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করলেই সামরিক সাহায্য পাঠানো হবে। মহারাজার সঙ্গে আলোচনার জন্য স্থল ও বিমান বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে V.P. Menon শ্রীনগর যান।

সামরিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। মহারাজ হরিসিং অসহায়। তিনি কখনও কল্পনা করেননি যে তাঁর সেনা বাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা হিন্দু সেনাদের হত্যা করে পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং। তিনি মহারাজাকে আশ্বাস দেন, তাঁর জীবন পণ। যতক্ষণ সম্ভব তিনি হানাদার বাহিনীর গতি রোধ করবেন। আক্রমণকীরা বারমুলার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। মাত্র ১৫০ জন হিন্দু সৈন্য নিয়ে তিনি উরিতে (Uri) হানাদার বাহিনীর সম্মুখীন হন। দুদিন উভয় পক্ষে

পরে প্রকাশ পায় ইনি হলেন পাক নিয়মিত বাহিনীর মেঃ জেনারেল আকবর খাঁ। মেঃ জেনারেল শের খাঁ পরে এর স্থলাভিষিক্ত হন। নেতাজী সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহম্মদ জামান কিয়ানী, বুরহানউদ্দিন ও অন্যান্য পদস্থ মুসলিম সেনানীবৃন্দ হানাদারদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। (The leader of the raiders was a mysterious officer called "General Tariq", who was later identified as none other than Maj. General Akbar Khan of the Pakistan Army. He was succeeded by Maj. General Sher Khan. They were ably assisted by Mahammed zaman Kiani. Burhanuddin and other erstwhile officers of the Indian National Army.)*

---

*V.P. Menon—The Story of the Integration of the Indian States, p. 396.

তুমুল লড়াই হয়। রাজেন্দ্র সিং উরি সেতু ধ্বংস করলে শত্রুর অগ্রগতি সাময়িক রুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় কয়েক হাজার। অসম যুদ্ধে বি: রাজেন্দ্র সিং ও তাঁর সৈন্যরা সকলেই নিহত হন। দুর্জয় সাহস ও অসীম বীরত্বের জন্য V.P. Menon তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন ঃ পারস্যের বিরুদ্ধে থার্মোপাইলের যুদ্ধে লিওনাইড ও তাঁর ৩০০ গ্রীক সৈন্যের ন্যায় ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং ও তাঁর সৈন্যরাও ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এই বীর সৈনিককেই প্রথম মরণোত্তর "মহাবীর চক্র" উপাধি প্রধান করা হলে তা হত খুবই সঙ্গত। (But he and his colleagues will live in history like the gallant Leonidas and his 300 men who held the Persian invaders at thermopylae. It was but appropriate that when the Maha Vir Chakra decoration was instituted the first award should have been given (posthumously) to this heroic soldier.)[1]

শ্রীমেনন শ্রীনগর বিমান বন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজার প্রাসাদে যান। শ্রীমেনন তাঁকে দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানালে মহারাজ নিঃশর্তে ভারতে যোগদানে সম্মত হন। পাকবাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে। মহারাজা ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন। শ্রীমেনন তাকে অবিলম্বে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মুতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ২৬শে অক্টোবর প্রত্যুষেই শ্রীনগর ত্যাগ করেন।

শ্রীনগর থেকে জম্মু—দীর্ঘ পথ। ১৭ ঘন্টা একটানা যাত্রা শেষে মহারাজা ক্লান্ত, শ্রান্ত। শয়ন কক্ষে যাওয়ার পূর্বে তিনি ADC-কে বলেন ঃ যদি V.P. Menon দিল্লী থেকে ফিরে আসেন তবেই আমাকে জাগাবে। কারণ তাহলে বুঝব ভারত এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করবে। আর যদি ভোরের আগে তিনি না আসেন, তবে আর কোন আশা নেই। সেক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমার এই রিভলবার দিয়ে আমাকে হত্যা করবে। ('Wake me up only if V.P. Menon returns from Delhi', he said, 'because that will mean India has decided to come to my rescue. If he does not come before dawn, shoot me in my sleep with my service revolver, because if he hasn't arrived, it will mean all is lost.)'[2]

দিল্লী বিমান বন্দর থেকে মেনন Defence Committe'র মিটিংএ যান। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে জানান, মহারাজা ভারতে যোগদানে সম্মত। কাশ্মীরকে রক্ষা করতে হলে এখনই সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। মাউন্টব্যাটেন বলেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সেনা পাঠানো উচিত হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ কাশ্মীরের জনসাধারণের বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অন্তর্ভুক্তি হবে শর্তসাপেক্ষ। হানাদার বিতাড়ণ করে রাজ্যে

1. V.P. Menon—The Story of the Integration of the Indian States, p. 379.
2. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight, p. 355

শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। পণ্ডিত নেহেরু এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা বিনা প্রতিবাদে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। (He further expressed the strong opinion that in view of the composition of the population, accession should be conditional on the will of the people being ascertained by a plebiscite after the raiders had been driven out of the state and law and order had been restored. This was readily agreed to by Nehru and other minister.)[1]

Defence committe-তে আলোচনা শেষ করেই মেহের চাঁদ মহাজনকে নিয়ে মেনন জম্মুতে মহারাজার প্রাসাদে যান। মহারাজ নিদ্রিত। মেনন তাকে দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানালে হরিসিং Instrument of Accession-এ স্বাক্ষর দিয়ে, পাক-আক্রমণের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে গভর্ণর জেনারেলকে একখানি পত্রে দ্রুত সাহায্যের আবেদন জানান ঃ

"..........আমার রাজ্যে এক গভীর সঙ্কট দেখা দিয়েছে, আমি আপনার মহামান্য সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করি। ....আপনি অবহিত আছেন যে, জম্মু-কাশ্মীর ভারত অথবা পাকিস্তান কোন রাজ্যেই যোগদান করেনি। ভৌগোলিক দিক থেকে আমার রাজ্য উভয় রাষ্ট্রের সংলগ্ন। সোভিয়েট রাশিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গেও আমার রাজ্যের সীমান্ত রয়েছে। বিদেশ নীতি নির্ধারণে ভারত-পাকিস্তান এই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না। সংযুক্তি অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে কাশ্মীরের স্বাধীন সত্ত্বা ভারত-পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল হবে কিনা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমি কিঞ্চিৎ সময় নিতে চেয়েছিলাম।.....বর্তমানে যে ঘোরতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারত সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। স্বভাবতই আমার রাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ না দিলে তারা সাহায্য পাঠাতে পারে না। আমি যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি; এবং Instrument of Accession অনুমোদনের জন্য আপনার সরকারের নিকট পাঠাচ্ছি। (....that a grave emergency has arisen in my state and request the immediate assistance of your government. As your excellency is aware, the state of Jammu and Kashmir has not acceded to either the dominion of India or Pakistan. Geographically my state is contiguous with both of them. Besides, my state has common boundary with the union of Soviet Socialist Republic and with China. In their external relations the dominions of India and Pakistan can not ignore this fact. I wanted to take time to decide to which dominion I should acceede or whether it is not in the best interest of

---

1. V.P. Menon—The Story of the Integration of the Indian States, p. 381.

both the dominions and my state to stand independent, of course with friendly relations with both.....with the conditions obtaining at present in my state and the great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian dominion. Naturally, they can not send the help asked for by me without my state acceding to the dominion of India. I have accordingly decided to do so and I attach the Instrument of Accession for acceptance by your Government.")[1]

হানাদার বাহিনী শ্রীনগর থেকে মাত্র ৩৫ কি. মি. দূরে বারমুলায় পৌঁছে গেছে। শ্রীনগর—কাশ্মীরের একমাত্র বিমান বন্দর। এই বিমান বন্দরটি যদি শত্রুপক্ষ দখল করতে পারে—তবে আর দিল্লী থেকে সৈন্য পাঠানো সম্ভব হবে না। কাশ্মীরের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব নেই মুসলমান সৈন্যরা হিন্দু সৈন্যদের হত্যা করে পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের অভাবে শত্রু পক্ষের সংখ্যা ও অস্ত্রশক্তি সম্বন্ধে ভারত সরকারের কাছে কোন তথ্যই নেই। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। প্রায় শতাধিক সামরিক-অসমারিক বিমান সংগ্রহ করা হল। ২৭শে অক্টোবর সকাল থেকেই তাদের যেতে হবে কাশ্মীরে সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ নিয়ে।

প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়নকে সর্বাগ্রে পাঠাবার সিধান্ত হয়। ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়, শ্রীনগর বিমান বন্দরের উপর বারকয়েক টহল দিয়ে নিরাপদ মনে করলেই সে যেন অবতরণ করে। সকাল ১০-৩০ মি. শিখ বাহিনীর নিরাপদ অবতরণের বেতার সংকেত পেয়ে দিল্লী আশ্বস্ত হয়।

পাক হানাদার বাহিনী ইতিমধ্য পৌঁছে গেছে বারমুলায়। সেখান থেকে তারা যদি শ্রীনগরের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করতে পারে তবে কাশ্মীর রক্ষা করা হবে দুঃসাধ্য। লে. কর্নেল রাই বারমুলায় তাঁদের বাধা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয়ে দেখেন সংখ্যায় তারা বহুগুণ শক্তিশালী। তাদের আছে হাল্কা ও মাঝারী ধরনের মেশিন গান ও মর্টার। কিন্তু তাঁর সৈন্য মাত্র ৩২৯ জন। এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার অর্থ হবে আত্মহত্যার শামিল। তাই তিনি পাট্টনে (Pattan শ্রীনগর থেকে ১৭ মা. দূরে) পশ্চাদপসরণ শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে আসবে আরও সেনা এবং তাদের নিয়ে পাট্টনে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় সক্ষম হবেন। কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময় যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে পেরেছিলেন। এইজন্য তাকে মরণোত্তর 'মহাবীরচক্র" উপাধি দেওয়া হয়।

1. A.S. Anand (former CJI) The Statesman, Dt. 2.3.2002.

কাশ্মীরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা যে শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে—যুদ্ধের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু মুসলিম সেনারা যদি ধর্ষণ, হত্যা ও লুণ্ঠনে মত্ত না হত, তবে শ্রীনগরের পতন হয়তো রোধ করা যেত না। প্রথমে মুজাফ্ফরবাদ, তারপর বারমুলা। শ্রীনগর মাত্র ৩০ মাঃ। লে. কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রাই নিহত হওয়ায় মুষ্টিমেয় ভারতীয় সেনা ছত্রভঙ্গ। শ্রীনগরের পথ বাধাহীন। কিন্তু পাকবাহিনী রাজধানীর পথে অগ্রসর না হয়ে আক্রমণ করে বারমুলার মিশনারী কনভেন্ট—Franciscan Missionaries of Mary. পাঠান সৈন্যরা তৃপ্ত করে ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মজ্জাগত অতৃপ্ত বাসনা। কনভেন্ট লুঠ করে ধর্ষণ ও হত্যা করে নান ও হাসপাতালের রোগিণীদর। (...... the Pathans in Barmula were giving vent to their ancient appetites for rape and pillage. They violated the nuns, massacred the patients in their little clinic, looted the convent chapel down to its' last brass-door-knob.)[1] ধুলিসাৎ হয় মহম্মদ আলি জিন্নার কাশ্মীর বিজয়ের স্বপ্ন।

পূর্বেই দেখেছি ৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানে দাঙ্গার পর জলস্রোতের ন্যায় হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তু দিল্লীতে আসে। সদ্য আসা স্বজনহারা, সর্বহারা উদ্বাস্তুদের মনে রয়েছে হত্যা ও অত্যাচারের ভয়ংকর স্মৃতি। তদুপরি দিল্লীর মুসলমানদের প্ররোচনামূলক বিবৃতি পরিস্থিতিকে করে অগ্নিগর্ভ। পণ্ডিত নেহেরু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন—তাঁর হাতে অর্পণ করেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন আর শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর জেনারেল নন—তিনি হলেন কার্যত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসক (Chief Executive)। লর্ড মাউন্টব্যাটেন নবলব্ধ ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। একান্ত অনুগত নেহেরুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন পূর্ণ সহযোগিতা। মহারাজা হরি সিং কর্তৃক ভারত ভুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তাকে জানান ঃ আমার সরকার ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তি গ্রহণ করছে। আমার সরকারের নীতি হল সংযুক্তির বিষয়টি যদি বিতর্কিত হয়, তবে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছানুসারেই তা নির্ধারিত হবে। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হানাদার বিতাড়ন করে কাশ্মীরের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর জনগণের রায় নিয়েই সংযুক্তির প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। (.....my Government has decided to accept the accession of Kashmir State to the dominion of India. In consistence with their policy than in the case of any state where the issue of accession has been the subject of dispute, the question of accession should be decided in accordance with the wishes of the people of the state, it is

---

1. Collins and Lapierre—Freedom at Midnight, p. 357

my Governments' wish that as soon as law and order have been restored in Kashmir and its' soil cleared of the invader the question of state's accession should be settled by a reference to the people.')[1] ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি অথবা Instrument of Accession-এ জনগণের ইচ্ছা বা মতামতের কোন সংস্থান নেই। সংযুক্তির সঙ্গে গণভোট (ও পরবর্তীকালে সংবিধানের ৩৭০ ধারা) যুক্ত করে কাশ্মীর সমস্যাকে স্থায়ী ও আন্তর্জাতিক রূপ দিয়ে জটিল করা হয়েছে।

দেশভাগের পর জিন্নার ধারণা হয়েছিল, কাশ্মীর যখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ—তখন এই দেশীয় রাজ্যটির পাকিস্তানে যোগদান নিশ্চিত। তিনি দুই সপ্তাহ কাশ্মীরে অবকাশ যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মহারাজা হরি সিং আপত্তি জানান। ক্ষুব্ধ হন মহম্মদ আলি জিন্না; আহত হয় তাঁর আত্মাভিমান। পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণে মত্ত না হয়ে পাকবাহিনী যদি শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হত তবে ২/৩ দিনের মধ্যে মহারাজা হরি সিংহের পরাজয় (সাময়িক হলেও) ছিল অনিবার্য। জিন্নার একান্ত সচিব খুরশীদ আনোয়ারকে গোপনে শ্রীনগর পাঠানো হয়। রাজধানীর পতন হলে বিজয়ী বীরের ন্যায় মহম্মদ আলি জিন্না সগর্বে কাশ্মীরে প্রবেশ করবেন। সেই আয়োজন করার জন্যই খুরশীদ আনোয়ার শ্রীনগরে অবস্থান করছিলেন। ভাগ্য প্রতিকূল। জিন্না লাহোরে বিজয় বার্তার জন্য অধৈর্য প্রতীক্ষায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী খুরশীদ আনোয়ারকে বন্দী করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়। যে মুহূর্তে জিন্না জানতে পারেন যে, কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে এবং শ্রীনগর ভারতীয় সেনার অধীন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সেনাধ্যক্ষ Gen. Gracey-কে অবিলম্বে কাশ্মীরে সেনা পাঠাবার নির্দেশ দেন। Supreme Commander Field Marshal Achinleck* এর সম্মতি ব্যতীত সেনা অভিযানে Gen. Gracey তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ২৮শে অক্টোবর Field Marshal অচিনলেক জিন্নাকে জানিয়ে দেন, কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। পাকসৈন্য কাশ্মীরে প্রবেশ করলে—পাকবাহিনীতে কর্মরত সকল ইংরেজ অফিসারদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই হুঁশিয়ারীর তাৎপর্য বুঝতে জিন্নার বিলম্ব হয় নি। তিনি অতঃপর কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও পণ্ডিত নেহেরুকে লাহোরে আমন্ত্রণ জানান।

জিন্নার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একান্ত আগ্রহী। কিন্তু প্রবল আপত্তি জানান সর্দার প্যাটেল। প্যাটেল বলেন, পাকিস্তান আক্রমণকারী; এই অবস্থায় লাহোর যাওয়ার অর্থ হবে তোষণ নীতিকে

*Field Marshal Achinleck ছিলেন ভারত-পাকিস্তান, এই উভয় দেশেরই Suprme Commander.

1. A.S. Anand (former CJI) The Statesman, Dt. 3.3.2002.

প্রশ্রয় দেওয়া। (Lord Mountbatten was eager that the invitation should be accepted and that he and Nehru should go to Lahore. But Sarder was strongly opposed to either of them making the visit. He said that as Pakistan was the aggressor in this case, it was not right to follow a policy of appeasement by running after Jinnah. Nehru was inclined to agree with Lord Mountbatten)[1] শুধু সর্দার প্যাটেল নন, আপত্তি ছিল স্বরাষ্ট্র সচিব ভি. পি. মেননেরও। বিরোধ যেহেতু নেহেরু ও প্যাটেলের মধ্যে—মধ্যস্থতা করতে হয় গান্ধীকে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন একাই যাবেন লাহোরে।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, গিলগিট কাশ্মীর রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। ৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে এই অঞ্চল ছিল ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। সেনাবাহিনীর নাম ছিল Gilgit Scouts. ১৫ই আগস্টের পর কাশ্মীর স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে স্বীকৃত হবে। ইংরেজ সরকার তার পূর্বেই গিলগিট অঞ্চল হরি সিংকে অর্পণ করেন। গিলগিটের জন্য নিযুক্ত হয় নতুন গভর্ণর। ৩০শে জুলাই (১৯৪৭ সালে) কাশ্মীরের চীফ অব স্টাফ মেঃ জেঃ H.L. Scott* নতুন গভর্ণরকে নিয়ে গিলগিট পৌঁছে দেখেন সকল ইংরেজ অফিসার পাকিস্তান যেতে ইচ্ছুক (opted for Pakistan)। গিলগিট scouts-এর সৈন্যরাও পাকিস্তান যেতে আগ্রহী। গিলগিটে মহারাজার এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছিল। তাঁদের অর্ধেক শিখ, অর্ধেক মুসলমান। ব্যাটালিয়নের সেনাপতি লে. কর্নেল মজীদ খাঁন। ৩১শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে গিলটি স্কাউটের সৈন্যরা গভর্ণরের বাসভবন অবরোধ করে। পরদিন সকালে তাকে গৃহবন্দী করে গঠিত হয় অস্থায়ী সরকার। গিলগিটে হরি সিংহের সেনাবাহিনীর সৈন্যদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়। মুষ্টিমেয় সৈন্য পালিয়ে গিয়ে স্কার্দুতে কাশ্মীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ৪ঠা নভেম্বর গিলগিট স্কাউটের ব্রিটিশ কমান্ডার মেজর ব্রাউন আনুষ্ঠানিক ভাবে স্কাউট শিবিরে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে।** (At midnight of 31st Oct. the Governors' residence was surrounded by the Gilgit Scouts. The next morning the Governor was

---

*১৫ই আগস্টের পর ব্রিগে. রাজেন্দ্র সিং মে. জে. scott-এর স্থলাভিষিক্ত হন।

**লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও সর্বাধিনায়ক (commander-in-chief). Field Mershel Achimleck ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশের Supreme Commander ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক-অসমারিক বিভাগে কর্মরত ইংরেজ অফিসারগণ স্পষ্টতই মাউন্টব্যাটেন ও অচিনলেকের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁদের যোগসাজস ব্যতীত গিলগিট স্কাউটের ইংরেজ সেনা অফিসারগণ পাকিস্তানের জন্য option দিয়েছে, বিদ্রোহ করেছে ও স্কাউটের ব্রিটিশ কমান্ডার পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছে—এরকম ভাবনা অবাস্তব।

1. V.P. Menon—The Story of the Integration of the Indian States, p. 385.

put under arrest and a provisional Government was established by the rebels. The Muslim elements including officers in the state force garrison had deserted; the non-Muslim elements were largely liquidated. Those who survived escaped to the hills and then joined the state force garrison at Skardu. On 4 November, Major Brown, the British Commander of the Gilgit Scouts ceremonially hoisted the Pakistan Flag in the Scouts' lines.)[1]

১লা নভেম্বর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লর্ড ইসমে (Lord Ismay) লাহোরে জিন্নার সঙ্গে বৈঠক করেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে গণভোটের প্রস্তাব করেন। জিন্নার দাবি—উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হোক গণভোট। ব্যর্থ হয় প্রথম লাহোর বৈঠক। ২রা নভেম্বর পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষণে বলেন ঃ রাজ্যে আইনের শাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পর কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট নিতে তিনি প্রস্তুত। (He declared his readiness, when peace and the rule of law had been established, to have a referendum held under some such international auspices as that of the United Nations.)[2]

সর্দার প্যাটেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলদেব সিং ৩-রা নভেম্বর শ্রীনগরে কাশ্মীর রণাঙ্গনের সেনাধ্যক্ষ ব্রিগে. এল. পি. সেনের সঙ্গে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য গঠিত নতুন ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল কলাবন্ত সিংকে। তাকে অবিলম্বে বারমুলা পুনর্দখলের নির্দেশ দেওয়া হয়। বারমুলা হল রাজধানী শ্রীনগরের প্রবেশদ্বার। প্রবল যুদ্ধের পর ৮-ই নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী হৈ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে। পাকসেনাদের বর্বর অত্যাচারে এই ক্ষুদ্র শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। লোকসংখ্যা ছিল ১৪,০০০। নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের পর অবশিষ্ট আছে মাত্র ১০০০। মহিলা নেই একজনও। বিদেশী সাংবাদিকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় মুসলিম সেনারা বারমুলায় লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা ও ধ্বংসের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে দিল্লীতে নাদিরশাহী বর্বরতা তুলনায়। (when the Indian troops entered the city they found that it had been stripped by the tribesmen of it's wealth and women. Out of a normal population of 14000 only one thousand were left. The devastation by the raiders was indeed ghastly, reminiscent of Nadir Sah's sacking of Delhi. A number of foreig correspondents bore testimony to the arson and pillage, loot and rape which had been indulged in by the tribesmen in Barmula.)[1]

1. Ibid., p. 386.
2. Ibid., p. 387.

ভারতীয় বাহিনীর বিজয় রথ দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। পাক বাহিনী ছত্রভঙ্গ বিধ্বস্ত। সব ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। ১১-ই নভেম্বর ভারত বিনা যুদ্ধে দখল করে উরি (Uri) মেজর জেনাঃ কলাবন্ত (Kalawant) ৬-মাস কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১লা মে তিনি Chief of General staff নিযুক্ত হন। দিল্লীতে নতুন কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তিনি জম্মু-কাশ্মীরের জন্য দুটি সেনা ডিভিশন গঠন করেন। মেজর জেঃ কে. এস. থিমাইয়া শ্রীনগর ও মেজর জেনাঃ আত্মা সিং জম্মু ডিভিশনের GOC নিযুক্ত হন। থিমাইয়া লাদাখ থেকে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করেন। পুঞ্চ দখলমুক্ত করেন আত্মা সিং। সামরিক ইতিহাসে প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ "জওয়ানদের যুদ্ধ" বা "Battle of the Jawans" নামে খ্যাত। অনেক সময় ইঞ্চি পরিমাণ জমি পুনর্দখল করতে সেনাদের মরণ-পণ লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাফল্য ব্যর্থ হয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অবিমৃষ্যকারিতা ও অপরিণনামদর্শিতায়।

২১-শে নভেম্বর পণ্ডিত নেহেরু ভারতের পার্লামেন্টে কাশ্মীর সম্বন্ধে একটি বিবৃতি পেশ করেন। বিগত চার সপ্তাহের সামরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি বলেন—কাশ্মীরের জনগণকে রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া হবে। (on 21 Nov.-Nehru made a statement in parliament. After a rapid review of the events of the previous four weeks, he reiterated his promise that the people of Kashmir would be given the chance to decide their future under the supervision of an impartial tribunal such as the U.N.O.)[2] ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে Joint Defence Council-এর বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লী আসেন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ। নেহেরু-লিয়াকত আলোচনায় স্থির হয়—

(ক) যুদ্ধ বিরতি ও কাশ্মীর ছেড়ে আসার জন্য আজাদ কাশ্মীর সেনাবাহিনীকে রাজী করাতে পাকিস্তান সরকার যথাশক্তি চেষ্টা করবে।

(খ) অতঃপর রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় গণভোটের জন্য উভয় সরকার (ভারত-পাকিস্তান) রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করবে।

চুক্তিপত্রের কালি শুকোবার পূর্বেই লিয়াকত আলির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জেহাদের আহ্বান। দিল্লী থেকে করাচী ফিরে গিয়ে তিনি দলে দলে কাশ্মীর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য মুসলিম ভাইদের কাছে আবেদন জানান। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা—পাকিস্তান কখনও

1. Ibid., p. 388.
2. Ibid., p. 388.

কাশ্মীর ত্যাগ করবে না। (...that no sooner had Liaqat Ali returned to Karachi from Delhi than he encouraged more raiders to enter Kashmir and made speeches to the effect that Pakistan would never give up Kashmir.)[1] এই ঘটনায় ভারত সরকারের মনোভাব কিঞ্চিৎ কঠোর হয়। পাকিস্তানের এই দ্বি-চারিতা ও প্রকাশ্য বৈরিতায় নেহেরুর অবশ্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের প্রভাব তাঁর উপর খুবই ক্রিয়াশীল। নেহেরুর দুর্বলতা কোথায় তা জিন্না-লিয়াকত আলীর অজানা নয়। আলোচনার আড়ালেই তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। লিয়াকত আলি টেলিগ্রাফে লাহোরে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। Joint Defence Council-এর বৈঠকে যোগ দিতে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়ে নেহেরু লাহোর যান ৮ই ডিসেম্বর।* When Liaqat Ali Khan telegraphed to Nehru urging the continuance of talks, Nehru at once responded and accompanied Lord Mountbatten to the meeting of the Joint Defence Council which was held at Lahore on 8 Dec.)[2] **বৈঠকে লিয়াকত আলি শেখ আবদুল্লার অপরসারণ ও একটি নিরপেক্ষ সরকার গঠনের দাবি জানান। শেখ সাহেব ছিলেন নেহেরুর ভ্রাতৃপ্রতিম, বিশেষ প্রীতিভাজন। নেহেরু বলেন, আবদুল্লা গত ১৫ বছর ধরে কাশ্মীরে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য আন্দোলন করেছে। কংগ্রেস অথবা পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ন্যায় শেখ আবদুল্লা পরিচালিত জাতীয় সম্মেলন কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দল। তিনি কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্থপতি। মহারাজার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি কাশ্মীরে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করেছেন। আলোচনায় কোন মতৈক্য হয় না।**

লাহোরে নেহেরু-লিয়াকত আলোচনা ব্যর্থ হলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন গান্ধী-নেহেরুকে বলেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া। নেহেরু সম্মত হন। তীব্র আপত্তি জানান মন্ত্রীসভার সদস্যগণ। ১৯৪৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর ভারত সরকারিভাবে কাশ্মীরে গণভোটের জন্য আবেদন জানান। ৪৮ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিযুক্ত কমিশন নয়াদিল্লী ও করাচী পরিদর্শন

* মুসলিম শাসন, দেশব্যাপী দাঙ্গার মাধ্যমে পাকিস্তান গঠনের ইতিহাস ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ২ মাসের মধ্যে কাশ্মীর আক্রমণ—এই পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার্য। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, কূটনৈতিক শিষ্টাচার; কোন নীরিখেই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় লাহোর যাওয়া, এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনাও অনুমোদন যোগ্য নয়।

1. Ibid., p. 389.
2. Ibid., p. 389-390.

করে। উভয় সরকারই গণভোট সংক্রান্ত কমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভারত সরকার মনে করে এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। ভারত উদ্যোগী হয়ে সেনাধ্যক্ষ Sir Roy Bucher-কে নির্দেশ দেন যে, পাক সেনাধ্যক্ষ Sir Doglus Gracey-কে জানিয়ে দেওয়া হোক যে পাকিস্তান রাজী হলে ভারত যুদ্ধ বিরতি চায়। ১৯৪৯ সালের ১-লা জানুয়ারী মধ্য রাত্রি হতে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। (....the Government of India saw no reason why hostilities should not cease at once, ... They accordingly, on their own initiative, directed their commander-in-chief, Sir Roy Bucher to inform Sir Doglus Gracey, Commander-in-chief of Pakistan, that the Indian troops would cease fire, provided, the commander-in-chief of Pakistan could give an assurance of immediate effective reciprocal action on his part which he did. A cease fire was ordered by both Army Commanders to take effect from midnight of 1-Jan. 1949.)[1]

নেহেরু সরকারের এই সিদ্ধান্তে কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। নেহেরু পূর্বাহ্নেই আপস আলোচনা বা যুদ্ধ বিরতিতে সেনাবাহিনীর বিরোধিতার সম্ভাবনা অনুমান করেছিলেন। তাই "দিল্লীর সদর দফতর থেকে সৈন্য, রসদ ইত্যাদি পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং এ সত্ত্বেও যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী হানাদারদের বিরুদ্ধে সাফল্য অব্যাহত রাখে, তখন সদর দফতর থেকে গতিপথ পরিবর্তনের অবিশ্বাস্য নির্দেশ আসে, যাতে পাকিস্তানের হানাদাররা পরাজয় থেকে অব্যাহতি পায়।.....বিজয়ের পরিবর্তে আসে অচলাবস্থা। এ সবের ব্যাখ্যা সীমাহীন ভাবে লজ্জাজনক।" লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীজয়ন্ত কুমার রায় (আনন্দবাজার পত্রিকা - ২২-৬-১৯৯৯)।

কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। কিন্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই ভারত পাল্টা আক্রমণ করে এগিয়ে চলেছে, সামরিক অবস্থা অনুকূলে; বলছেন শ্রী মেনন। (By this time, let me add, the initiative was definitely in our favour along the entire front.)[2] এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের নিকট গণভোটের আবেদন পাকিস্তান প্রথম করেনি—করেছে ভারত। যুদ্ধ বিরতির উদ্যোগ নিয়েছে ভারত, পাকিস্তান নয়। শত্রু যখন পলায়মান, জয় নিশ্চিত; তখন বিজয়ী শক্তি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে, এরকম ঘটনা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই পর্বত প্রমাণ ভ্রান্তি কি অজ্ঞতা প্রসূত?

---

1. Ibid., p. 393.
2. Ibid., p. 393.

খণ্ডিত ভারতের যোগ্যতম প্রথম স্বরাষ্ট্র সচিব V.P. Menon তাঁর The Story of the Integration of The Indian States নামক গ্রন্থে বলেছেন, ভারত বারংবার উঃ পঃ সীমান্ত দিয়ে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তান তার জন্মের ২ মাসের মধ্যে উঃ পঃ সীমান্ত পথেই আক্রমণ করেছে কাশ্মীর। মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্যই কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করে সীমান্ত সুরিক্ষত করা প্রয়োজন। তিনি জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ আজ শ্রীনগর, আগামী কাল দিল্লী। যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূ-গোল বিস্মিৃত হয়, তার বিনাশ আসন্ন। (Srinagar today, Delhi tomorrow. A nation that forgets its history or geography does so at its' peril.)[1]

এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখেছি নৈরাশ্যবাদী, অহিংসা তত্ত্বে বিশ্বাসী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম কিভাবে ভারতীয় জনমানসকে প্রভাবিত করেছে। এই অহিংসাকে সম্রাট অশোক রাজধর্মরূপে গ্রহণ করেন, উপেক্ষিত হয় সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা। বৈদেশিক আক্রমণ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক Will Durant তাই যথার্থই বলেছেন, হিন্দুরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করে তাঁদের উদ্যম ও তেজকে নষ্ট করেছে, জাতিকে করেছে দুর্বল। এই জাতীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হুণ ও মুসলমান আক্রমণ করেছে ভারত। সহস্র বৎসরের পরাধীনতায় অহিংসার মোহজাল বোধ করি কিঞ্চিৎ শিথিল হয়। হিন্দু উপলব্ধি করে ক্ষাত্র নীতির গুরুত্ব। আবির্ভাব ঘটে রানা প্রতাপ, শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহের। পতন হয় মোগল সাম্রাজ্যের। কিন্তু যুগ যুগ ধরে দাসত্বের নিগড়ে বদ্ধ শোষিত উৎপীড়িত যে জাতি, তার দুঃস্বপ্নের রজনীর কি এত শীঘ্র অবসান হয়?

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী। শান্তি ও অহিংসার নব অবতার। এক লক্ষ্য তাঁর—হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। যে মুসলিম জাতি শত শত বৎসর ধরে ভারতে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, রচনা করেছে পৈশাচিক বর্বর নৃশংসতার নব নব অধ্যায়, তার সঙ্গে, সম্প্রীতিকেই গান্ধী জাতীয় মুক্তির প্রথম শর্তরূপে ঘোষণা করেন। তাঁর হিন্দু-মুসলিম মিলনের শ্লোগান বাস্তবে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণে রূপান্তরিত হল। গান্ধীর বশংবদ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন গান্ধীর সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু মুসলিম তোষণে তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য।

গান্ধী-নেহেরুর মুসলিম তোষণ নীতির পরিণাম, ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগ। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীর যুদ্ধ হল পাকিস্তান আন্দোলনের অসমাপ্ত অধ্যায়ের অংশ বিশেষ। ৪ঠা নভেম্বর এক বেতার ভাষণে লিয়াকত আলি খাঁ বলেন ১৮৪৬ সালে যে কলঙ্কিত অমৃতস চুক্তির বলে (গুলাব সিং) কাশ্মীরের অধিকার পেয়েছে তা "অবৈধ ও অনৈতিক"। (This was followed on 4 Nov. by a broadcst from Lahore by

1. V.P. Menon—The Story of the Integration of the Indian States, p. 394.

Liaqat Ali Khan. He laid stress on the immoral and illegal ownership" of Kashmir resulting from the "Infamous" Amritsar Treaty of 1846.)[1]

শেখ আবদুল্লাও অমৃতস চুক্তির সমালোচনা করেছেন। কাশ্মীরে মুসলিম শক্তির পরাজয় ও হিন্দু শক্তির পুনরুত্থান মুসলমান মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু মহারাজা হরি সিংহের বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লার আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। একই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে পাকিস্তানি আক্রমণ।*

১৯৪৯ সাল। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আইন মন্ত্রী ও সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। কাশ্মীরের ওয়াজির-ই-আজম্ (প্রধানমন্ত্রী) শেখ আবদুল্লা তাঁর সগে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের অনুরোধ করলে—ডঃ আম্বেদকর তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ আপনি চান, ভারত কাশ্মীরকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করুক ও ভারতের সর্বত্র কাশ্মীরিদের জন্য সমান অধিকার। অথচ কাশ্মীরে ভারত ও ভারতীয়দের অধিকার স্বীকারে আপনি অসম্মত। আমি ভারতের আইন মন্ত্রী। জাতির স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারি না। (You want India to defend Kashmir, give kashmiris equal rights all over India, but you want to deny India and Indians all rights in Kashmir. I am a law Minister of India. I can not be a party to such a betrayal of the national interests. —The Statesman - 5.4.94) ঐ বৎসরের ১৭-ই অক্টোবর মৌলানা হসরত মোহানী সংবিধান সভার বিতর্কে অংশ নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁর সতর্ক বাণী ঃ কোন বিশেষ ব্যবস্থা ভবিষ্যতে কাশ্মীরের পক্ষে (ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে) স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক হবে। (The grant of a special status would enable Kashmir to assume independence afterwards —The Statesman - 15.4.1994) ভারতের আইনমন্ত্রী যা করতে সম্মত হন নি; ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে তাই করেছেন।

সকলের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে পণ্ডিত নেহেরুর নির্দেশে শেখ আবদুল্লার দাবি অনুযায়ী সংবিধানে বহু বিতর্কিত ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ হিন্দু-রক্তে

---

* অর্ধ শতাব্দী পরে কাশ্মীরের All Party Huryat Conference (মুসলিম জেহাদী গোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক সংগঠন)-এর নেতা সৈয়দ আলী শা গিলানী বলেন ঃ জম্মু-কাশ্মীরে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ইসলামিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় APHC অঙ্গীকারবদ্ধ। (The APHC is committed to propagating Islam and create an Islamic Society in Jammu and Kashmir - Hindustan Times Dt. - 29.6.2001)

1. Ibid.. p. 387.

রঞ্জিত কাশ্মীর যে মূল জাতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্নতাবাদের লীলাভূমি তা নেহেরুর বিশেষ অবদান।*

কাশ্মীর যুদ্ধে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভূমিকা বিতর্কিত। পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন মাউন্টব্যাটেনের একান্ত অনুগত। উভয়ের গোপন ষড়যন্ত্রে ভারতের উদ্যোগে কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি; ব্যর্থ হয় সহস্র জওয়ানের মহৎ আত্মবলিদান। কাশ্মীর তাই আজও রক্তাক্ত.........।

কাশ্মীর যুদ্ধে নেহেরুর ভূমিকা ঃ

কাশ্মীর যুদ্ধের এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য কেহ কেহ ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করেন। তাঁদের মতে সরলমতি নেহেরু ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। দেশভাগের পর ভারতের সেনাবাহিনী তিনটি আঞ্চলিক Command-এ বিভক্ত ছিল—Eastern, Western and Southern। স্থল-বিমান ও নৌ-শক্তিতে পাকিস্তান অপেক্ষা ভারত কয়েকগুণ শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও কাশ্মীরে যুদ্ধ চলেছে প্রায় এক বৎসর দুই মাস। এবং তার পরও কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ ভূ-খণ্ড পাকিস্তানের অধিকারে। অথচ সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, Blitzkrieg বা ঝটিকা আক্রমণে মহাশক্তিধর দেশের বিরুদ্ধেও অসাধারণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব। তবে কাশ্মীর রণাঙ্গনে এরূপ বিপর্যয়ের কারণ? সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা অথবা সরকারের যুদ্ধ-পরিচালন ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য? বিষয়টি বিতর্কিত। কিন্তু সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি।

(ক) কাশ্মীরের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আগ্রাসী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারত সরকারের অনবহিত থাকার কথা নয়। অথচ সরকারের অসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ সংগ্রহ করেনি। আক্রমণের ৪৮ ঘন্টা পরে পাক সেনাধ্যক্ষের মারফত ভারত সরকার সংবাদ পায় যে কাশ্মীর আক্রান্ত।

(খ) এর পরেও ভারত সরকার নিষ্ক্রিয় থাকে। মহারাজ হরি সিং সাহায্যের জন্য জরুরী আবেদন (SOS) পাঠালেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ, কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করা পর্যন্ত, ভারত সরকার আইনত সেখানে সৈন্য পাঠাতে পারে না। নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে হাস্যকর অজুহাত। আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করার অধিকার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি সম্মত।

* মুসলিম তোষণে নেহেরু ছিলেন অদ্বিতীয়। তোষণ নীতিকে বৈধতা দান ও খণ্ডিত ভারতের অবশ্য পালনীয় রাষ্ট্রীয় কর্তব্যরূপে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি রক্ষাকবচ স্বরূপ আমদানি করেন "ধর্মনিরপেক্ষতা" (যা সর্ব অর্থেই ধর্ম ও ঈশ্বর বিরোধী) নামে অভিনব এক তত্ত্ব। আমরা পূর্বেই দেখেছি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা নীতিতে ভারত হয়েছে হীনবল: আর ধর্ম নিরপেক্ষতা ভারতকে করেছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধশূন্য বীর্যশুষ্ক কাপুরুষ।

(গ) আক্রমণের ৫ দিন পর ভারত সরকার লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রণজিৎ রাইয়ের নেতৃত্বে মাত্র এক ব্যাটেলিয়ন (প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়ান) সৈন্য পাঠায়—সংখ্যায় মাত্র ৩২৯ জন; অস্ত্র-শস্ত্র অতি সাধারণ। অথচ ক্ষুদ্র পাকিস্তানের বিশাল হানাদার বাহিনী ছিল উন্নতমানের আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত।

ইচ্ছে করলে এই সময়ের মধ্যে ভারত সরকার পর্যাপ্ত সমরোপকরণ সহ কয়েক ডিভিসন সৈন্য কাশ্মীরে মোতায়েন করতে পারত। সরকার যুদ্ধের কোন পর্যায়েই কাশ্মীর রণাঙ্গনে পর্যাপ্ত সৈন্য পাঠায়নি। যদি পাক-বাহিনী ধর্ষণ-হত্যা-লুণ্ঠনে কালক্ষেপ না করত তবে কাশ্মীরের পতন ছিল অনিবার্য।

কাশ্মীরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র Western Command-কে নিয়োজিত করা হয়। পাল্টা আক্রমণের (counter offensive) কোন পকিল্পনা ছিল না। যে কারণেই পাঞ্জাব ও রাজস্থানে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হয়নি। বিমান বাহিনীকে নিয়োগ করা হয় শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সাহায্য ও রসদ সরবরাহের কাজে; মূল পাক ভূ-খণ্ডে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়। নৌবাহিনীকেও ব্যবহার করা হয়নি। এ সকলই কিন্তু রণ-নীতির বিরোধী। শত্রুকে পাল্টা আঘাত করে যুদ্ধকে শত্রু-ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল রণ-শাস্ত্রের প্রথম শর্ত। কাশ্মীরে যুদ্ধ হয়েছে আত্মরক্ষামূলক (Defensive)— তাও পরিকল্পিত ভাবে ধীর গতিতে। অবশেষে নিশ্চিত জয়ের মুখে কাশ্মীর বিরোধকে পাঠানো হয় রাষ্ট্রসংঘে। অথচ সরকারের নির্দেশ পেলে ভারতের সামরিক বাহিনী ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীর হানাদার মুক্ত করে দখল করতে পারত পাকিস্তানের বিরাট ভূ-খণ্ড। রাষ্ট্রসংঘ নয়—শান্তি বৈঠক হত পাকিস্তানের রাজধানীতে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর ভারত কাশ্মীর সহ মোট ৫২৯টি দেশীয় রাজ্য ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারত ভূক্তির দায়িত্ব নিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল। কাশ্মীরের দায়িত্ব নেন স্বয়ং নেহেরু। নেহেরু ছিল্লেন উচ্চাভিলাষী। ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্ব ছিল তাঁর স্বপ্ন। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। গান্ধীর স্নেহধন্য নেহেরু মাউন্ট ব্যাটেনের সমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর শঙ্কা ছিল অন্তরায় হতে পারেন জিন্না। বিচক্ষণ নেহেরু জিন্নাকে তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি দ্বি-জাতি-তত্ত্ব স্বীকার করে সম্মত হন দেশ-বিভাগে। এই তত্ত্ব গ্রহণ না করলে নেহেরু ভারত-বিভাগ সমর্থন করতে পারেন না। জিন্নার দাবি ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর। বাংলা ও পাঞ্জাবের অর্ধাংশ পেতে জিন্নার অসুবিধা হয়নি। সমস্যা সৃষ্টি করে কাশ্মীর। দুমাস ইতস্তত করে অবশেষে মহারাজা হরি সিং ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। অবশ্য মাউন্টব্যাটেন তাকে বলেছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে পাকিস্তানেও যোগ দিতে পারেন। নেহেরুর

সমর্থন ব্যতীত মাউন্টব্যাটেন তাকে এরূপ পরামর্শ দিতে পারেন না। অবস্থাগত প্রমাণে (circumstantial evidence) একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, জিন্নার সঙ্গে নেহেরু গোপন সমঝোতা ছিল; এবং কাশ্মীরকে হানাদার মুক্ত করতে সামরিক অভিযানের পরিকল্পিত ব্যর্থতা সেই নিরীখেই বিচার্য। তবেই কাশ্মীরকে নিজের অধীন রাখা, সেনা পাঠাতে অকারণ বিলম্ব, মহারাজার ভারতে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণে টালবাহানা, যুদ্ধ চলাকালীন লাহোরে জিন্নার সঙ্গে নেহেরু-মাউন্টব্যাটেনের আলোচনা, যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ বন্ধ করা এবং সর্বশেষ কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ অংশ পাকিস্তানের অধিকারে রেখে মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা ইত্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণ ওসাধারণের বোধগম্য হয়। **রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি G.S. Bajpai কাশ্মীর বিরোধ রাষ্ট্রসংঘে পাঠানোর বিরুদ্ধে মত দিলে তৎক্ষণাৎ তাকে পদচ্যুত করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।**

ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের পূর্বেই যদি পাকিস্তান কাশ্মীর অধিকার করতে পারত তবে সমস্যা মিটে যেত। সেই জন্যই নিষ্ক্রিয়তা ও ধীরগতি যুদ্ধ (low-intensity)। তাতেও যখন পাকিস্তান চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে তখন অন্তত একটা অংশ পাকিস্তানের অধিকারে থাক—তাহলে জিন্নাকে প্রদত্ত নেহেরুর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা কিঞ্চিৎ রক্ষিত হয়। লক্ষণীয় '৬৫ ও '৭১ সালের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের এক বিরাট অংশ দখল করে; কিন্তু আক্রমণ করে না পাক্ অধিকৃত কাশ্মীর (Pak)। অপ্রিয় হলেও স্বীকার করতে হবে, দেশ বিভাগে নেহেরু ছিলেন জিন্নার প্রধান সহযোগী। তাই বোধ হয় গান্ধীবাদী প্রবীণ সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ভারত বিভাগের দোষী ব্যক্তি—Guilty man of India's partition.

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ

ড: রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

- ইসলামি ধর্মতত্ত্ব — ১২০ টা:
- মিথ্যার আবরণে দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুর — ৪৫ টা:

নিত্যরঞ্জন দাস

- মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ — ২৫০ টা:
  (৭১২ খ্রীঃ - ১৯৪৭, হিন্দু-মুসলিম-ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকদের তথ্যে সমৃদ্ধ প্রামাণ্য ইতিহাস)
- সংকটের আবর্তে ভারত — ১২০ টা:
- কাশ্মীর নেহেরু অমরনাথ — ১০ টা:
- ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ — ১০ টা:
- পঃ বঙ্গের হিন্দু ধর্মাচার্যদের নিকট আবেদন — ১০ টা:
- হিন্দুর করণীয় — ৬০ টা:
- VOTE for India — ১০ টা:
- মুসলিম তোষণ ও মমতা, জেহাদীকেন্দ্র খাগড়াগড়, অসহিষ্ণুতা বিতর্ক — ৬০ টা:

তপন কুমার ঘোষ   নিত্যরঞ্জন দাস

- ধর্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ — ৬০ টা:

রাণা প্রতাপ রায়

- Don't say we didn't warn you, Great thinkers on Islam — ৬০ টা:

ড: কৃষ্ণকান্ত সরকার

- ভারত ভাবনা — ৫০ টা:

রবীন্দ্র নাথ দত্ত

- নিঃশব্দ সন্ত্রাস — ১০ টা:

ডা: এন. সি. দেবনাথ

- প্রাতঃ ভ্রমন সুস্বাস্থ্যের মন্ত্র — ১০ টা: